যুগান্তর

তারিখ 28 AUG 2017 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কলেজ জাতীয়করণ, ক্যাডার সার্ভিসের মর্যাদা ও মানসম্মত শিক্ষা

ড. মোহাম্মদ মজলুর রহমান খান

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং বিষয়টি নেহায়েতই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসংশ্লিষ্ট। একটি দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে জনগোষ্ঠীর সময়োচিত শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পৃক্ততা সম্প্রসারণ বা সংকোচন প্রয়োজন, তা নির্দিষ্টকরণের দায়িত্ব প্রজাতন্ত্রের পরিচালকদের বা সরকারের তথা রাজনৈতিক নেতৃত্বের। রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমঅধিকারের এবং সমান সুযোগের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে এটাই প্রত্যাশিত।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম মেয়াদেই স্বল্পতম সময়ে ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের কর্মপ্রচেষ্টা শুরু করে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ সহজলভ্য করার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে, সরকার দেশের যেসব উপজেলায় কোনো সরকারি কলেজ নেই, এমন প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটি নিঃসন্দেহে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তথাপি কলেজ জাতীয়করণ সংক্রান্ত সরকারের এ যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতিগত ত্রুটি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং অসাধু ও অদক্ষ ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার দরুন এ মহৎ উদ্যোগের সাফল্য ম্লান হতে চলেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি হতে যাচ্ছে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি, যা সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। কারণ সরকারি এ সিদ্ধান্তের আওতায় ২০১০ সালের পর নতুন করে ৪৫টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া আরও ২৮৫টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ নির্দিষ্টকরণ, শিক্ষক-কর্মচারী নির্দিষ্টকরণ, সম্পদ হস্তান্তর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, এখন কেবল জিও প্রকাশের অপেক্ষা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, জাতীয়করণের জন্য মনোনীত এসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি চাকরিতে আত্তীকরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বলা হয়েছে জাতীয়করণকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা জরুরি। এ নীতিমালার আওতায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকারি চাকরিতে আত্তীকরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত তথা বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত থাকে সেই বিষয়ে প্রাধান্য দিতে হবে (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ : অধ্যায় ২৭ : অনুচ্ছেদ ৮)। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে বলেন, জাতীয়করণের পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কোথাও বদলি হতে পারবেন না, তাদের নিজ নিজ স্কুল বা কলেজেই থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর মূল বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনকে পাশ কাটিয়ে একশ্রেণীর অসাধু ও অদক্ষ কর্মকর্তার যোগসাজশে কোনো নীতিমালা প্রণয়ন ব্যতিরেকেই সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পূর্বোক্ত ৪৫টি কলেজের সব শিক্ষকের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্তিকরণের কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং জাতীয়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত অপর ২৮৫টি কলেজে কর্মরত এমপিওভুক্ত-ননএমপিওভুক্ত নির্বিশেষে আরও ১৫ হাজার শিক্ষককে সরাসরি বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির বেআইনি প্রচেষ্টা চলছে। বেআইনি বলছি এ জন্যই, যে আইন বলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) এর জন্ম হয়েছে, সেই আইনে অর্থাৎ 'বিসিএস ক্যাডার কম্পোজিশন রুলস-১৯৮০' অনুসারে জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ নেই। তাছাড়া, জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের সরকারি চাকরিতে আত্তীকরণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত 'আত্তীকরণ বিধিমালা-১৯৮১' তে জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কোনো অনুচ্ছেদই যুক্ত ছিল না। মূলত, আশির দশকে নির্বিচারে বিপুলসংখ্যক কলেজ জাতীয়করণের ফলে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্যদের সঙ্গে নব্য আত্তীকৃত শিক্ষকদের পদোন্নতি ও পদায়নসহ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়পক্ষই আদালতের আশ্রয় নিলে, মাননীয় আদালত সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির ওপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। ফলে সৃষ্টি হয় পদোন্নতি জট। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকরা, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কিছু নেতৃস্থানীয় স্বার্থান্বেষী সদস্য এবং কিছু উচ্চপদস্থ সরকারি আমলার যোগসাজশে আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের বিসিএস (সাধারণ) শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির পথ সুগম করে। অথচ বিতর্কিত এ ২০০০ বিধি অদ্যাবধি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি, যা আইনানুগ বিধি প্রণয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। তাই জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের অবৈধভাবে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে অনুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করে জাতীয় শিক্ষানীতি ও প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন না করেই জাতীয়করণের জন্য মনোনীত ২৮৫টি কলেজের নাম প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চলমান বিতর্কের পরিধি আরও স্ফীত হয়েছে; আর সৃষ্টি হয়েছে বহুমাত্রিক জটিলতা। এর ফলে জাতীয়করণের জন্য নির্ধারিত কলেজগুলোর শিক্ষকরা জোটবদ্ধ হয়েছেন, সমিতি গঠন করেছেন এবং সরকারি চাকরিতে আত্তীকরণের ক্ষেত্রে তাদের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যতদূর জানা যায়, এ প্রচেষ্টারত শিক্ষকরা বৈধ-অবৈধ সব পথেই হাঁটছেন, তাদের দাবি-দাওয়াও বেশ দীর্ঘ। তাদের কেবল সরকারি চাকরিতে আত্তীকৃত করলে চলবে না। তাদের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত করতে হবে, যদিও তারা বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণই হননি। কেবল তাই নয়, তাদের বেসরকারি কলেজের পূর্ণ চাকরিকাল, সরকারি চাকরি হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তাদের অতিঅবশ্যই স্বপদে বহাল রাখতে হবে অর্থাৎ বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষরা সরকারি কলেজেও একই পদে বহাল থাকবেন। এবং লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর (সর্বশেষ ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় ২,০২৪টি পদের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে প্রায় ৩,৮৯,৪৬৮টি) সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন অধ্যবসায়ী কর্মকর্তা এসে বিসিএস পরীক্ষায়

> বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার। তাই প্রতিটি নাগরিকের যথোপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণে সময়োপযোগী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত একটি কল্যাণ রাষ্ট্রীয় অনুষঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে সব উন্নয়নের মূলে রয়েছে শিক্ষা, আর শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন সুযোগ্য শিক্ষক। অতএব, আমাদের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সবচেয়ে মেধাবীরাই শিক্ষকতার পেশায় আসতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ এক্ষেত্রে অবশ্যই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের ঢালাওভাবে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যতে এ পেশার প্রতি মেধাবীদের যেমন অনাগ্রহী করবে, তেমনি বর্তমানে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা ও হীনমন্যতার জন্ম দেবে। আর এ হতাশা তাদের কর্মদক্ষতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা প্রকারান্তরে জাতীয় মেধার অপচয়ের শামিল।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংঃ ও তথ্য বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর